ভোরের কাগজ

JAN. 06 2002

খোলাবাজারে বেক্সিমকোর বাতিল বই

শামীমা বিনতে রহমান : চলতি ২০০২ শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ, বিতরণ, বিপণন নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বারবার কড়া নজরদারির কথা ঘোষণা করলেও কর্তৃপক্ষের চোখের সামনেই চলছে গত বছরের বইখেলাপি বেক্সিমকোর প্রকাশিত বইয়ের অবৈধ রমরমা ব্যবসা। একই সঙ্গে প্রাথমিক স্তরের বিনামূল্যে বিতরণের সরকারি বইও বিক্রি হচ্ছে দেদারসে। রাজধানীর নীলক্ষেতের

● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৭

পুস্তকার প্রকাশ করা বাতিল এই ৩টি বই বাজারে মিলছে

খোলাবাজারে বেক্সিমকোর বাতিল বই

● প্রথম পাতার পর

পুরোনো বইয়ের মার্কেট, মিরপুর, মোহাম্মদপুর, জুরাইন এলাকার স্থানীয় বইয়ের দোকানগুলোতে প্রকাশ্যে এবং বাংলা বাজারের দোকানগুলোতে কিছুটা লুকোচুরি করে চলছে এই অবৈধ ব্যবসা।

সাড়ম্বরে প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিকস্তরের বইয়ের বিতরণ-বিপণনের আনুষ্ঠানিকতার ৫ দিনের মাথায় উল্লিখিত এলাকাগুলোতে এই চিত্র দেখা গেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, চলতি শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিকের ৬০টি বইয়ের মধ্যে মাত্র ১১টি বই বাজারে আসায় এবং প্রাথমিকের বইয়ের বিতরণ এখন পর্যন্ত যথাযথভাবে শুরু না হওয়ায় গত শিক্ষাবর্ষের পুরোনো বই বিক্রি হচ্ছে।

উল্লিখিত এলাকাগুলোর বইয়ের দোকানগুলো সরজমিন ঘুরে দেখা যায়, বেক্সিমকোর পুস্তকা, ফ্রিপ্রেস, শুকতারার নামে মুদ্রিত এবং পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০০১ শিক্ষাবর্ষের জন্য সংশোধিত ও পরিমার্জিত লেখা মাধ্যমিকের ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর বই পুরো সেট হিসেবে বিক্রি হচ্ছে। এসব বইয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতাকে কমিশনও দেওয়া হচ্ছে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ। বিনামূল্যে বিতরণের জন্য প্রকাশিত প্রাথমিকের বইয়ে মূল্য না লেখা থাকায় এ বইগুলো ক্রেতার সঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতে বিক্রি হচ্ছে।

এ বিষয়ে খুচরা বিক্রেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা জানান, মাধ্যমিকের যে ১১টি বই এখন পর্যন্ত বেরিয়েছে, চাহিদার তুলনায় সেগুলোরও সংকট দেখা দিয়েছে। ফলে, পাইকারি বিক্রেতাদের ২০ শতাংশে কমিশন দেওয়ার বিধান কমিশনে।

বিক্রেতারা জানান, চলতি শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিকের সব বই না আসায় এবং যেগুলো এসেছে তাতেও সংকট থাকায় অভিভাবকরা আগ্রহী হয়েই পুরোনো বই খুঁজছেন এবং কিনছেন।

এ বিষয়ে প্রকাশকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে, তারা জানান, মাধ্যমিকের বই অবৈধভাবে বিক্রি হওয়ায় আমরা প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি।

প্রকাশকরা বলেন, গত বছর বেক্সিমকোর এজেন্ট হিসেবে যে ৩৪টি প্রতিষ্ঠান কাজ করেছিল তাদের কাছে এবং বিভিন্ন খুচরা বিক্রেতাদের কাছে প্রায় প্রায় ৬০ লক্ষাধিক মাধ্যমিকের বই রয়েছে। অসংখ্যবার এই বইগুলো সিল করার দাবি জানালেও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বরাবরই তা উপেক্ষা করেছে। ফলে অবৈধ ব্যবসা চলছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি আমরা।

অবৈধভাবে বিক্রি হওয়া বইগুলো খতিয়ে দেখা গেছে ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম শ্রেণীর বাংলা সমাজ, সামাজিক বিজ্ঞান, ইতিহাস, পৌরনীতির অধিকাংশে বই মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক পরিবর্তিত হওয়া পৃষ্ঠাগুলো নেই।

প্রসঙ্গত, চলতি শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিকের ৩৩টি বইয়ের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর বাংলা, সমাজ বিষয়ের ৮টি বই এবং মাধ্যমিকের ৬০টি বইয়ের মধ্যে ১১টি বইয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক লেখাগুলোতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। কিন্তু বিক্রি হওয়া গত শিক্ষাবর্ষের বইগুলোর কোনো কোনোটিতে এই অংশগুলো অপরিবর্তিত আছে আবার কোনো কোনোটি থেকে তা বাদ দেওয়া হয়েছে—যা অভিভাবকরা খেয়াল না করেই কিনছেন।

সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণের মতে, সংশোধিত বই বিপণনের এরকম ব্যবস্থাপনার কারণে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা আরো বেশি ইতিহাস বিভ্রান্তির শিকার হবে।